তারিখ ..01 NOV 2016...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

মাইক্রো টিচিং পদ্ধতি

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। আর এই মেরুদন্ড যদি দুর্বল হয়, তবে সারা জাতিই দুর্বল থাকবে। শিশুরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষকদের সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক হবে মা-বাবা ও সন্তানের মতো। বাড়ির

কাজ শিক্ষার্থী যদি না পারে তবে শিক্ষক নিজে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা উত্তর ছাত্রদের বুঝিয়ে বা লিখে দিতে হবে। উক্ত প্রশ্নটা এমন হবে যে, পাঠের অনুশীলনীর প্রায় অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায়।

একজন শিক্ষক যে ক্লাস নেবেন প্রত্যেকটি ক্লাসেই পাঠদান শেষে গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির কাজের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের দেবেন। এ প্রশ্নটি পরের দিন শিক্ষক শ্রেণী কার্যক্রম আরম্ভ করার আগে পুনরালোচনা করবেন। প্রশ্নের উত্তরটি বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী না পারলে শিক্ষক তাদের উত্তর সমাধান করে দেবেন। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষক যদি যে কয়টি ক্লাস নেবেন এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর শেখান তাহলে বোধহয় ছাত্রদের প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হবে না। একজন শিক্ষক যে কয়টা ক্লাস নেবেন সবগুলোর জন্যই তাঁকে তৈরি হয়ে আসতে হবে। শিক্ষক যদি ৫/৬ টা ক্লাস করান তা হলে প্রত্যেকটি ক্লাসের জন্য তাঁকে স্টাডি করে আসতে হবে। আর বিষয়বস্তুর ওপর স্টাডি না করে বাচ্চাদের পড়ালে সে পাঠদান ফলপ্রসূ হবে না। শিক্ষকতা করতে হলে একজন শিক্ষককে 'কালি, কলম, মন/ এই মিলে তিন জন'। এর ভাব অনুসরণ করে ফিডিং, টেস্টিং ও ব্যাক ফিডিং ব্যাক টেকিং এর সূত্র মনে রাখলে আশা করি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মিটবে।

শিক্ষা বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পাঠদানের সময় প্রত্যেক বিষয়ের পাদটীকা রেখে মাইক্রোটিচিং পদ্ধতি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ রুস্তম আলী বিশ্বাস
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ